৪.৫ Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (PSDSP)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের গ্রোথ সেন্টারসমূহে (Special Economic Zones, Export Processing Zones ইত্যাদি) বিনিয়োগের জন্য "Private Sector Development Support Project (PSDSP)" বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে Special Economic Zones/IT/Hi-Tech Parks স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, Special Economic Zones/IT/Hi-Tech Parks স্থাপনের পর তাতে সংযোগ-সড়ক, রেল-যোগাযোগ স্থাপন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রদান Special Economic Zones/IT/Hi-Tech Parks-এর ভিতরে এবং বাইরে স্থাপিত শিল্প-কারখানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক যেমনঃ পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়ক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৫.১ PSDSP প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

এ প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য (Project Development Objective-PDO) হ'ল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের অর্থনীতির গ্রোথ সেন্টারসমূহের উদীয়মান শিল্প ও সেবাখাতে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

৪.৫.২ প্রকল্পের কার্যাদি নিম্নরূপঃ

- আর্থিক, কারিগরি, আইনগত, ক্রয়/সংগ্রহ সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আর্থিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যায়নসহ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও ডিমান্ড সমীক্ষা (demand survey) পরিচালনা করা;
- ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পরিবেশগত এবং সামাজিক অবকাঠামো এলাকা চিহ্নিত করণ এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করে মাস্টারপ্লান প্রস্তুতকরণসহ তথ্য স্মারকের (Information memoranda) উন্নয়ন;
- কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কসহ ভবিষ্যতে কোন অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্রহিতার (Recipient) সাথে কনসেসন বিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন, তাদের পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করার জন্য কার্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং উপর্যুক্ত বিষয়ে কোন লেনদেন সম্পাদনকালে এতদসংক্রান্ত সকল আইনগত ও রেগুলেটরি বিষয়সমূহের প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- একটি যথোপযুক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির কৌশল উন্নয়ন।

মোট অর্থায়নের পরিমাণঃ বিশ্বব্যাংক ঋণঃ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ডিএফআইডি অনুদান: ১৭.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ বিশ্বব্যাংক: ২২ মে ২০১১ এবং ডিএফআইডি: ০৮ জুলাই ২০১১

Private Sector Development Support Project (PSDSP) একটি গুচ্ছ প্রকল্প। তিনটি সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং সংস্থা তিনটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে Central Coordination Unit (CCU) নামে একটি সমন্বয় ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ইউনিট পরিচালনার জন্য Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (PSDSP) শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টিএ প্রকল্পের মোট ব্যয়ঃ মোট ৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা (বিশ্বব্যাংক ঋণ ২২২.৮৯ লক্ষ টাকা এবং ডিএফআইডি অনুদান ৪২২.১২ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ অর্থই প্রকল্প সাহায্য।)

প্রকল্পের অনুমোদন: ৩১ জানুয়ারি ২০১২

৪.৫.৩ Central Coordination Unit (CCU) এর কার্যাবলিঃ

প্রকল্পের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট (সিসিইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করবেঃ

ক. প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির (Project Advisory Committee) সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন;
খ. আন্তবিভাগ এবং আন্তমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলিতে সহযোগিতা প্রদান;
গ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা একত্রীকরণ;
ঘ. বিশ্বব্যাংকে অর্থ উত্তোলনের আবেদন প্রেরণ, নিরীক্ষাকার্যের সমন্বয়, অর্থ আহরণ ও ব্যবহারের পরিবীক্ষণ এবং বিশ্বব্যাংক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে একক ডেলিভারি মেকানিজম হিসেবে দায়িত্ব পালন;
ঙ. বহিনিরীক্ষকদের কাজে সহযোগিতা করা এবং সঠিক সময়ে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান;
চ. প্রকল্পের ক্রয়/সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর উপদেশ প্রদানসহ এ সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
ছ. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং
জ. প্রকল্পের সার্বিক কৌশল সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম, জাতীয় সংসদসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে ব্রিফিং সহ প্রয়োজনমত অন্যান্য প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করা।

সিসিইউ যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধানের পদমর্যাদার একজন প্রকল্প সমন্বয়ক, একজন উপ-প্রকল্প সমন্বয়ক, একজন সহকারী প্রকল্প সমন্বয়ক, একজন করে আর্থিক ও প্রকিউরমেন্ট পরামর্শক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

তিনটি সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা তিনটি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর বর্ণনা ও কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৪.৫.৪ সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি

মোট ব্যয় ৭৩.২০ কোটি টাকা (৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ।
জিওবিঃ ১.২৭ কোটি টাকা এবং পিএঃ ৭১.৯৩ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এবং বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি (BEZA) কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস্ অথরিটি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটিকে প্রয়োজনীয় আইন- কানুন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করবে। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উদীয়মান ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিসেস সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে ইকনোমিক জোনস এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ফার্মসমূহ এ সমস্ত সেবা প্রদানের জন্য পরামর্শক সেবা প্রদান করবেন। এছাড়া ফিন্যান্স, আইটি ইত্যাদি বিষয়সহ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে। সর্বোপরি বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটির সকল কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য পণ্য সংগ্রহ, আইটি বিষয়ক, অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত , এবং নেটওয়ার্কিংসহ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা দে'য়া হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তিনটি স্থানের (মৌলাভবাজার জেলার শেরপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই ও আনোয়ারা) সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, মংলায় ইকনোদিক জোনস স্থাপনের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৪.৫.৫ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি

মোট ব্যয় ৭৫.৩৯ কোটি টাকা।

জিওবিঃ ০.০০ এবং পিএঃ ৭৫.৩৯ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (BEPZA) কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি'' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংক ও ডিএফআইডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, স্টাডি ট্যুর ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আওতায় Environment Specialist and Counselors নিয়োগ এবং পরিবেশ অডিট অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের সামগ্রিক Co-ordination Unit হিসেবে ইআরডি দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ষ্টাডি ট্যুর ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করানো হচ্ছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও বেপজাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদক্ষ করাই এ প্রকল্পটি কাজ করছে।

৪.৫.৬ সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক

মোট ব্যয় ২৩৬.৯৯ কোটি টাকা।

জিওবিঃ ১১.৭৫ কোটি টাকা

প্রকল্প সাহায্যঃ ২২৫.২৪ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- আইসিটি সংক্রান্ত আধুনিক হাইটেক শিল্প স্থাপনের জন্য বিশ্বমানের হাইটেক পার্ক তৈরি;
- হাইটেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের ডেভেলপার নিয়োগ;
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি; এবং
- হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হাইটেক পার্ক স্থাপন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১০ মেয়াদে মোট ২৬.৮৬ কোটি টাকায় বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর হাইটেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাইটেক পার্কে প্রশাসনিক ভবন, সীমানা প্রাচীর, আন্তর্জাতিক মানের গেইটওয়ে, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, পাম্প হাউস ও গভীর নলকূপ, গ্যাস লাইন, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, টেলিফোন সাব এক্সচেঞ্জ এবং আনসার সেড প্রভৃতির নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হাইটেক পার্ক স্থাপন একটি অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। হাইটেক পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এর মাধ্যমে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। উক্ত সমীক্ষার আলোকে দেশে আইসিটি, ইলেক্টনিক্স টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য শিল্প উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য উল্লিখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য ডেভলপার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যশোহরে একটি মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, সিলেট ও রাজশাহীতে হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ হাতে নে'য়া হয়েছে।